~~বাংলা,দেশের গন্ডির ঊর্ধে এক স্বনির্ভর পরিচয়~~

বাংলা, তুমি কার? যে থাকে তার নাকি যে রাখে তার? আমরা যারা দেশ ছাড়া, ঘর ছাড়া, অনেকসময়ই বিদ্রুপের শিকার হই,"দেশ ছেড়ে থেকে শিকড়ের টানটা বোঝেনা এরা"। এই ব্যাথাহীন আরোপ প্রায়সই আমরা মুখ বুঝে মেনে নিতে বাধ্য হই। কারণ তর্কে হয়তো সাময়িক তৃপ্তি মেলে কিন্তু কাজে থাকে প্রমাণ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোভিড-১৯ এ বেশ পর্যুদস্ত। বলা বাহুল্য সংখ্যাটা আবারো বাড়ছে যখন আস্তে আস্তে "স্টে হোম ওর্ডার" তুলে নেওয়া হচ্ছে। অর্থনীতিতে ধস, ভিসার সমস্যা, গ্রীণ কার্ড নিয়ে অনিশ্চিয়তা এগুলো এখন আমাদের থেকে বেশী, সংবাদমাধ্যমের হাত ধরে জেনে গেছে প্রত্যেকটা ভারতীয়। দেশে বাঙালী বাড়িতে চায়ের আড্ডায় অনেকসময়ই স্হান পায় অমুক ছেলের চাকরীটা আছে কিনা তার চর্চা, তমুকের মেয়ের নবজাতককে নিয়ে ফিরে আসার ঘটনার বিবরণ। কিন্তু আমরা এখানে রোজ অনিশ্চিয়তা নিয়ে বাঁচার লড়াইটা চালাচ্ছি।

কিন্তু তবুও হঠাৎ আমাদের লড়াইটা হোঁচট খেয়েছিলো। মাসদুটো মার্চ এবং মে। আমরা এখানে খুব ভালো থাকি যখন দেশে বয়স্ক বাবামা বা আত্মিয়স্বজন নিরাপদে থাকে। ক্রমবর্ধমান মৃত্যু সংখ্যাটা আমাদের ওতোটাও হয়তো ভয় পাওয়ায়নি যতোটা বাংলায় করোনার সংখ্যাটা আমাদের করিয়েছিলো। কারণ একটাই, চাইলেও যাওয়া যাবে না যদি পরিবারের কারোর দরকার হয় আমাদের। একটা ভাইরাস প্রথম অসহায় করে দেয় প্রত্যেকটি প্রবাসিকে। বিনিদ্র রাত কাটতে থাকে এই চিন্তায় কেনো দেশে ছড়ালো এই মারণরোগ। ঠিক এমন সময় একদিন সকালে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ওপারে থাকা মানুষগুলোর সাথে। ১৫৫কিমি/ঘন্টায় বয়ে যাওয়া আম্ফান যখন উড়িয়ে দিচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়, ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে জানলার কাঁচ, ভেসে যাচ্ছে পাঁচতলা ইমারত থেকে ফুটপাথ, তখন এখানে বুকের ভেতর তোলপাড় একবার যদি শুনতে পাওয়া যায় কাছের মানুষের কন্ঠস্বর। পাগলপ্রায় খবরের দিকে চোখ রেখে বসে থাকা আর ভীত মনে তখন একটাই চিন্তা দুদিন হয়ে গেলো লোডশেডিং এ বুড়ো বাবামা কি করে জল পাচ্ছে! বাইরে

থেকে আনছে তাতে চুপিসারে চলে আসছে নাতো মারণ ভাইরাস? এমন সময় খবর আসে ছোটবেলার আমগাছটা মুখ থুবড়ে পড়েছে। বয়স হয়েছিলো অনেক, রক্ষে পাইনি তাই। মনে হয় আবার "একলা সত্তর" বসে আছে ওখানে চালশে চশমায়।হাহাকার করছে আমার বাংলা। বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে ডায়ালিসিস পেশেন্ট। এম্বুলেন্স ঢুকতে দেরী করায়, গাড়িতেই মারা গেছে কেমো পেশেন্ট। আমার বাংলা কাঁদছে। আর্ত চিৎকার পৌছয় এখানেও।পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা, হুগলি, হাওড়া...চাই খাওয়ার,চাই বাসস্থান।

কিংকর্তব্যবিমুঢ় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আহ্বাণ জানায় সবাইকে।নাহ,থেমে থাকলে তো চলবে না।যে সংস্কৃতিকে বাঁচানোর অভিপ্রায়ে এখানে প্রত্যেকটি পুজো-পার্বণ হয় নিষ্ঠাভরে,ভাঙা বাংলাতেও নবপ্রজন্ম গান গায় ঐক্যের,ব্রতকথায় থাকে বাঙালি পরম্পরা সে দেশ সহ্য করতে পারেনা বাংলার আর্তনাদ। অনেকেই এগিয়ে আসেন ত্রাণের লক্ষ্যে।ছোট-বড়ো,জানা অজানা নির্বিশেষে সব এসোসিয়েশন এক তখন শিকড়ের টানে।এন.আর.আই হওয়ার সঠিক অর্থ তখন দেশের জন্য কিছু করা।বাংলা আমার,স্লোগান আমার একটাই"বাংলা আমার তৃষ্ণার জল তৃপ্ত শেষ চুমুক
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।"
কিন্তু তাও যেনো সবটা হয় না। আরও অনেকটা বাকি। চাই একটা বড়ো খুটি। যা একত্রিত করবে আরো অনেককে। একত্রিত করবে সমস্ত রাজ্য,দেশ এবং সর্বোপরি যার হাত ধরে ত্রাণ পৌছবে বাংলার প্রত্যেকটি ভাঙা আশ্রয়ের উঠোনে।এগিয়ে আসে তখন দুই মহিরুহ,নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি কনফারেন্স(NABC)এবং তার মূল পৃষ্ঠপোষক সংস্থা কালচারল এসোসিয়েশন ওফ বেঙ্গল(CAB)। শুরু হয় মহাযজ্ঞ। অশ্বমেধ ঘোড়া তখন ছুটছে সমস্ত মার্কিণ দেশে। NABCর আহ্বাণে হাত মেলায় নিউজার্সি, ফ্লোরিডা, ভার্জিনিয়া, কানসাস আরও অনেক রাজ্য।এদের ডাকে সাড়া দেয় বিলেত থেকে আরব হয়ে খোদ ভারতবর্ষ।এবছর করোনার দাপটে বন্ধ হয়েছিলো NABCর বঙ্গসম্মেলন।কিন্তু একটা ভাইরাসের কাছে হেরে যাবে বাংলা-মার্কিণী ঐক্যের বন্ধন তা হতে পারেনা অতএব দিবারাত্র শুরু হয় অভিনবত্বের

তালিম। সমগ্র পৃথীবিকে এক করতে পারে একমাত্র সুর-সংস্কৃতি। আর যে বাংলার মাটিতে সুর, তাল, লয়ে সোচ্চার হয়েছে বিপ্লবী স্লোগান, জন্ম নিয়েছে অগ্নিগর্ভ কবিতারা সেখানে সুরের আমন্ত্রণে ঘুচবে দেশের গন্ডি এতো জানা কথা। হলো তাই। যে আক্ষেপ ছিলো গোটা বাংলার, আম্ফানে জাতীয় স্তরে পৌছলো না বাংলার হাহাকার। সেই আক্ষেপ দূর করলো NABC এবং তার মূল পৃষ্ঠপোষক CABর মিলিত প্রয়াস। তাদের হাত ধরে বাংলা আবারো গ্লোবাল। প্রয়াসের নাম "HOPE 2020,NABC COVID & AMPHAN CARE CONCERT"। মহারাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিকুলতাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে এলেন তাবড় সব নক্ষত্র। কলকাতার আর্টিস্ট ফোরামের সহযোগীতায় তৈরি তখন টলিউড। কে নেই এই আর্যা প্রয়াসে। নবীন প্রবীণের আহ্বাণে তখন ভাইরাল সোনার বাংলা। কনসার্টের সারথি হলেন ZEEবাংলা, ZEE২৪ঘন্টা। বিভিন্ন পত্রিকায় তখন সুরের কলম। ৩,৪,৫জুলাই এই তিনদিন রুদ্ধশ্বাস এক সুরযজ্ঞের স্বাক্ষী হয়ে রইলো গোটা পৃথিবী। শুরুতেই এল. সুব্রমনিয়মের বাদ্যযন্ত্র-কোরাসে রোমকুপ শিহরিত হলো দেশের টানে। অলকা ইয়াগনিক, ঊষা উত্থুপ, শম্পা কুন্ডু, অনুপ জলোটা, দালের মেহন্দী, অন্তরা চৌধুরী, শান্তনু মৈত্র, জোজো, রাঘব চ্যাটার্জি, দেবজ্যোতি মিশ্র, ইমন চক্রবর্তী, রুপঙ্কর বাগচী, সুরের সম্রাট হরিহরণ, সুনীধী চৌহান, জনি লিভার, মমতা শংকর, দূর্নীবার, কুমার শানু....আরও অনেক তাবড় শিল্পী কোনও অর্থ বিনিময় ছাড়াই তিনদিন শুধু সুরের আর কথার মুর্ছনায় বেঁধে রাখলেন সবাইকে। হ্যা বিনা কোনও পারিশ্রমিকে, নক্ষত্ররা এসেছেন সাধারণের লিভিংরুমে। আবীর চ্যাটার্জি, রাজ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অপরাজিতা আঢ্য, ঋতাভরী চক্রবর্তীর এবং আরো অনেক শৈল্পিক মানুষেরা বিদগ্ধ মহলে ছড়িয়ে দিয়েছেন এই কনসার্টের তাৎপর্য। পায়েল সরকার, অঙ্কুষ, সুজয় প্রসাদ চ্যাটার্জি অনুষ্ঠানটিকে নিয়ে গেছেন এক অন্য স্তরে। আমরা পাশে পেয়েছি সুনীল গাভাসকরের মতন মানুষকে। যারা শুধুমাত্র NABCরে আহ্বাণে এগিয়ে এসছেন বাংলার পাশে।

বাবুল সুপ্রিয়র গানে তাই আবারো "আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর,আমি এই বাংলার মায়াভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। বাংলাই আমার জীবনানন্দ বাংলা প্রাণের সুখ।আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।"

দিবারাত্রি পরিশ্রম করে এখন অব্দি NABC সংগ্রহ করেছে প্রায় ১৫০০০০ ডলার,রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রমে পাঠানো হয়েছে তিরিশহাজার ডলার।এগিয়ে এসেছে প্রায় সব দেশ।অনুষ্ঠানটি বিনামুল্যে ৩১শেজুলাই অব্দি দেখা যাবে ইউটিউব চ্যানেলে NABC TVতে এবং NABC ফেসবুক পেজে।এতটুকু দাবী করতে পারি এই অনুষ্ঠানটি আপনার অন্তরকে চাগাড় দিতে বাধ্য যদি আপনি বাঙালি হন।আসুন না একবার ধ্বনিত হোক এই বার্তা।বাংলা আমার মর্মে,বাংলা প্রাণে,ঘুচে যাক দেশ-বিদেশের গন্ডি।এতটুকু সাহায্য আজ বাংলাকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারে।তাই ডোনেশনের কোনও মাপকাঠি দেওয়া হয়নি।সমস্ত তথ্য আছে NABC ফেসবুক পেজে।আমরা হয়তো এবছর এখানে দূর্গাপুজো পাবোনা,পাবোনা কলকাতার ঢাকের শব্দ এবার,করোনার সংখ্যাটা আবারও বাড়ছে আর অনিশ্চিয়তায় দিন কাটছে রোজ,তবুও যে ভাষায় প্রথম বুলি ফুটেছিলো,যে মাটিতে প্রথম পদক্ষেপ বা যে অক্ষরে হাতেখড়ি সেই বাংলা ভালো থাকলে,আশায় বুক বাঁধতে পারবো আমরাও।বাংলা,একটা আবেগ,একটি পরিচয়....একটা অঙ্গীকার হার না মানার।একবার নয়,বারবার,প্রতিবার।।

<u>সুষ্মিতা রায়চৌধুরী</u>
<u>ব্লগার/লেখিকা</u>
<u>নিউ জার্সি</u>
<u>৬/৭/২০২০</u>